দৈনিক বাংলা

218

তারিখ ...২২।৫।৭৯...
পৃষ্ঠা... ...কলাম...

বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তাব

ম্যাচবক্স সাক্ষরতা

দেশের সমস্ত জনগণকে অক্ষরের সাথে পরিচিত করে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে এর জন্য ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র এই নিয়ে খানিকটা কাজ করেছে। সাক্ষরতার এই উপকরণের খোঁজ করতে গিয়ে বেশির ভাগ নির্ভর করেছেন স্বাভাবিকভাবে স্লেট-পেন্সিল, এবং বড় অক্ষরের বইয়ের উপর। কিন্তু তার চেয়ে ভাল ও ব্যাপকতর ফল পেয়েছে রংপুরের সাদুল্লাপুরে নলডাঙ্গা ইউনিয়ন-সরকারের শিক্ষা প্রকল্প—যেখানে মাটির উপর কাঠি দিয়ে লিখে অক্ষর শেখানো হয়েছে যত্রতত্র উপস্থিত মতো। বিভিন্ন অক্ষরের কার্ড বানিয়ে—সেগুলো দিয়ে খেলতে দিয়ে অথবা বড় বড় এ রকম কার্ড লটকিয়ে কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। তাতেও অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র সম্প্রতি চট্টগ্রামের জোবরা ভূমিহীন সমিতির পরীক্ষামূলক স্কুলে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ত্রিমাত্রিক অক্ষরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছে—প্রধানত শিশুদের উপর। এতে অভাবনীয় ফল পাওয়া গেছে। রং-বেরং-এর এসব অক্ষরকে শিশুরা একটা খেলা হিসেবেই নিয়েছে। প্রথম কয়েক দিনেই তারা এদের বেশ কটা অক্ষর চিনে নিয়ে এগুলো নানাভাবে সাজিয়ে দেখেছে। এভাবে অর্থপূর্ণ বা অর্থহীন যে নানা রকম শব্দ বানানো যায় এতে তাদের ভীষণ মজা। এটা প্রায় স্পষ্ট যে অন্তত শিশুদের জন্য এ ধরনের অক্ষর নিয়ে খেলার এবং নানান সমন্বয় সৃষ্টির সুযোগ থাকলে অক্ষর পরিচিতি অনেক সহজ হবে। প্লাস্টিকের অক্ষর এখন বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হলো স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে এর দাম পড়ে তিরিশ টাকার মতো। তাও এর মধ্যে শুধু অক্ষরগুলোই আছে, স্বর চিহ্ন তৈরিই হচ্ছে না। স্বর চিহ্ন ছাড়া বেশি শব্দ সৃষ্টি করা যায় না। তাছাড়া উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য একসাথে অন্তত কয়েক সেট অক্ষর প্রয়োজন বলে এটা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। আরো সস্তা এবং ব্যাপকভাবে এ ধরনের অক্ষর উৎপাদন সম্ভব হলে উপকরণের দিক থেকে একটি সত্যিকার উন্নতি হতে বলে আমাদের ধারণা।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র সাক্ষরতার উপকরণ হিসেবে একটা নতুন জিনিস প্রস্তাব করছে যাতে উপরোক্ত ত্রিমাত্রিক উপকরণের সব গুণ আছে, তদুপরি এর ব্যবহার এত সস্তা হবে এবং দেশব্যাপী এত সহজে একে ছড়িয়ে দেয়া যাবে যে তা অকল্পনীয়। এটা হলো ম্যাচ বক্সকে সাক্ষরতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। ম্যাচ বক্সের উল্টো দিকটা খালি থাকে, বড় জোর একটা বিজ্ঞাপন থাকে। সেখানে তার বদলে রঙিন একটা বড় হরফ ছাপানো যেতে পারে—হয়তো বা বিজ্ঞাপনদাতারই সৌজন্যে, যাঁর নাম ছোট্ট অক্ষরে কোণায় চলে যেতে পারে। দেশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারাটাও তো কম গৌরবের কথা নয়।

আসলে ম্যাচের উপর ঠিক একটা হরফ থাকবে না—থাকবে এক একটা হরফের সাথে স্বর চিহ্ন যুক্ত সব রকম রূপ। যেমন কোনটার ওপর 'ক', কোনটার উপর 'কা', আবার কোনটার 'কি' ইত্যাদি।

খালি ম্যাচের ভেতরের অংশকে যোজক হিসেবে ব্যবহার করে এ রকম দুটি হরফ পরস্পর গেঁথে ফেলা যায়—খুব সহজে সুন্দরভাবে। এভাবে কয়েকটা পর পর গেঁথে যে-কোন যুক্তাক্ষর বর্জিত শব্দ তৈরি করা যাবে।

ম্যাচ এমন একটা জিনিস যা দরিদ্রতম লোকটিরও দরকার নিয়মিতভাবে। এই একটা শিল্পজাত দ্রব্য যা দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যেকটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে দিনের পর দিন। উপরোক্ত পদ্ধতি চালু হলে বিনা পয়সায় সকাই পেয়ে যাচ্ছেন একটা সুন্দর শিক্ষা-উপকরণ—যার সরবরাহ প্রায় অফুরন্ত। বাচ্চারা এগুলো দিয়ে খেলবে এগুলো সংগ্রহ করবে। বড়রাও অনেকে করবে। দোকানে যেসব বড় প্যাকেটে ম্যাচ আসবে তার প্রতিটিতে নানা রকম অক্ষরযুক্ত ম্যাচ মেশানো থাকবে। ফলে বাড়িতে যেসব ম্যাচ বক্স জমবে শীগগীর তাতে সব অক্ষরই থাকবে। এমনও হয়তো হবে যে লোকে প্রয়োজন মতো বিশেষ অক্ষর চেয়ে নেবেন দোকান থেকে। বিভিন্ন স্কুল, সাক্ষরতা-গোষ্ঠী একটু চেষ্টা করলেই তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ম্যাচ বক্স হরফ যোগাড় করে নিতে পারবে বিনা খরচে। এক সময় হয়তো দেখা যাবে মানুষ ম্যাচ বক্স হরফ গেঁথেই বাড়ির নম্বর, নেম প্লেট, অন্যান্য নানা জিনিস লাগিয়ে রাখছেন।

এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে কতখানি আয়োজন প্রয়োজন? বলতে গেলে খুব বেশি নয়। স্বরচিহ্নযুক্ত সবগুলো হরফ আলাদা করে দিতে মোট সাড়ে চার শর মতো বিভিন্ন রকম লেবেল প্রয়োজন। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা অফসেট প্লেটের সাইজ হলো সাড়ে একত্রিশ বাই সাড়ে একচল্লিশ ইঞ্চি। ফলে এক সাথে অনেক কটি ম্যাচের লেবেলের প্রতিকৃতি একটি প্লেটেই থাকে। সাধারণত লেবেলের একই ডিজাইন প্লেটে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়। তা না করে বিভিন্ন নেগেটিভ সংযোজিত করলে একই প্লেটে বেশ কিছু বিভিন্ন হরফ ছাপানো সম্ভব এক সাথে। এ রকম কয়েকটা প্লেট হলেই সাড়ে চার শ সব হরফের কাজ সারা। সেদিক থেকে বাড়তি খরচ গড় একটা নেই। আজকাল কেন কেন ম্যাচ কাঠের পরিবর্তে বোর্ডের ব্যবহার করছে—এতে তো সবচেয়ে সুবিধা, বিজ্ঞাপনের জায়গায় হরফ দিলেই হলো। বাক্স কাঠের হলে পেছনে একটা অতিরিক্ত লেবেল ছাপাতে হবে—সেটা বিজ্ঞাপনদাতার সৌজন্যে হতে পারে। সেটা না করতে চাইলে ম্যাচের আসল লেবেলটাই অক্ষরে পরিণত করলে হয়—প্রজাপতি, ঘোড়া বা অন্য মার্কা ছোট করে কোণায় দিলেই হলো। বাড়তি খরচ আর হবে না।

বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রস্তাবটি প্রণয়ন করেছেন জনাব মাহবুব চৌধুরী ও ডঃ মুহাম্মদ ইবরাহীম। যে কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এটি বাস্তবায়িত করতে চাইলে প্রয়োজনে কেন্দ্র সব রকমের সহযোগিতা দেবে।

বিদেশে ম্যাচ বাক্সের লেবেলে নানা শিল্পকর্ম হয়, মানুষ সেগুলো সংগ্রহ করে। আমাদের দেশের বিশেষ প্রয়োজনে, সবচেয়ে বড় একটি প্রয়োজনে এটি যদি এই বিশেষ রূপ ধারণ করে সেটি আমাদের গৌরব হবে, আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টার সুন্দর নমুনা হবে।

—বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্র, ফিচার